প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

তরুণদের প্রতি ড. ইউনূস

মানুষের উপকার করতে সামাজিক ব্যবসার নতুন ধারণা নিয়ে আসো

নিজস্ব প্রতিবেদক | *তারিখ:* ১৩-০৬-২০১২

তরুণসমাজকে ‘টাকা বানানোর যন্ত্র’ না হয়ে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার বিকেলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে ‘সামাজিক ব্যবসা’ বিষয়ক বক্তৃতায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এ আহ্বান জানান।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

বিকেল চারটায় আলোচনা শুরুর কথা থাকলেও অনেক আগেই মিলনায়তন ছিল পূর্ণ। ড. ইউনূসের বক্তৃতার সময় মিলনায়তনে ছিল পিনপতন নীরবতা। মাঝে মাঝে কেবল সেই নীরবতা ভাঙছিল তুমুল করতালিতে।

সামাজিক ব্যবসার প্রবক্তা শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস তরুণদের সামনে এই নতুন ধারণা ব্যাখা করেন। তিনি বলেন, ‘আজকে ব্যবসা মানে কেবলই নিজের পুঁজি বাড়ানো।... যে মানুষটি সেখানে চাকরি করেন তাঁরও কাজ থাকে সারা দিন পরিশ্রম করে আরও বেশি টাকা আয় করা। কিন্তু মানুষ তো কেবল টাকা বানানোর যন্ত্র না। মানুষের মানবিকতা আছে। মানুষের জন্য কিছু করার দায়িত্ব আছে। সামাজিক ব্যবসায় আমি সেই কথাগুলোই বলছি।’

ড. ইউনূস বলেন, ‘সমস্যা সমাধানের জন্যই সামাজিক ব্যবসা। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের কেবল মুনাফা করার দরকার নেই; বিনিয়োগের টাকা যদি উঠে আসে আর মানুষের যদি উপকার হয়, সেটিই হবে সামাজিক ব্যবসা। এর মাধ্যমেই পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এখন আপনাকেই ঠিক করতে হবে টাকা বানাবেন, না মানুষের জন্য কিছু করবেন।’

অর্থলালসার মানসিকতার সমালোচনা করে ড. ইউনূস বলেন, ‘একজন মানুষের কত টাকা আয় করতে হবে? কত টাকা লাগে একজন মানুষের? টাকা আয় করাই কি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য? কখনোই সেটি হতে পারে না। আমরা মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে এসেছি। আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে।’

তরুণসমাজের উদ্দেশে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে ড. ইউনূস বলেন, ‘এক দশক আগে কে ভাবতে পেরেছিল বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হতে মোবাইল ফোন থাকবে? কিন্তু এটাই তো আজকের বাস্তবতা। তরুণসমাজের কাছে আজকে প্রযুক্তি আছে। নিজস্ব ভাবনা আছে। এসব নিয়েই মানুষের জন্য কিছু করার উদ্যোগ নিতে হবে। তোমরা সামাজিক ব্যবসার নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আসো, যে ভাবনা দিয়ে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।’

ড. ইউনূস বলেন, ‘সৎ পথে টাকা রোজগারের আনন্দ আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আনন্দ মানুষের জন্য কিছু করার। এই তৃপ্তির কথা অর্থনীতির বইয়ে থাকে না। এই কথা কেউ বলে না। আমি জানি, আজকের তরুণেরা কেবল টাকা আয় করতে চায় না, তারা মানুষের জন্য কিছু করতে চায়।’

বিশিষ্ট এ অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষ একেকজন উদ্যোক্তা। কিন্তু সুযোগ পায় না বলেই অনেকে অনেক কিছু করতে পারে না। আমরা মানুষকে সেই সুযোগ দিতে চাই।’

ড. ইউনূস তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘মুনাফা করার জন্য কখনোই আমরা ব্যবসা শুরু করিনি। আমরা সব সময়ই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবসা শুরু করেছি। আমরা চেয়েছি ক্ষুধা, দারিদ্র্য এসব সমস্যার সমাধান হোক।’

ক্ষুদ্রঋণের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ড. ইউনূস বলেন, ‘অনেকেই বলে থাকেন, ঋণ শোধ করতে না পেরে মানুষ আত্মহত্যা করে। কিন্তু এটি মোটেও সত্য নয়। কারণ, একজন গ্রাহকের যে ঋণ তার চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয় আছে।’

মূল বক্তব্য দেওয়ার পর তরুণদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ড. ইউনূস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক আকবর আলি খান। তিনি বলেন, ‘আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ড. ইউনূস মুক্তিযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটনে বসে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছেন আমরা জানি। ড. ইউনূস, স্যার আবেদের মতো মানুষকে নিয়ে আমরা গর্বিত।’

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬

ই-মেইল :info@prothom-alo.com